" মিষ্টি বাচ্চারা - শিব বাবা ছাড়া তোমাদের এখানে কোনও কিছুই নেই, সেইজন্য দেহ বোধের থেকেও দূরে কেবল বেগর (Begger) হতে হবে, বেগরই প্রিন্স হবে"

*প্রশ্নঃ - ড্রামার যথার্থ নলেজ কোন্ চিন্তা - ভাবনাকে সমাপ্ত করে দেয়?

*উত্তরঃ - এই ব্যাধি কেন এলো, এইরকমটা যদি না করতাম তবে এই রকম ঘটতো না, এই রকম বিঘ্ন কেন এলো... বন্ধন এলো কেন... এই ধরনের চিন্তা ভাবনা ড্রামার যথার্থ নলেজের ফলে সমাপ্ত হয়ে ই। কারণ ড্রামার অনুসারে যা যা হওয়ার ছিল সেটাই হয়েছে, পূর্ব কল্পেও হয়েছিল। পুরানো শরীর, তাই এতে তালি মেরে চালাতে হবে। সেইজন্য আর কোনও ভাবনা চিন্তা চলতে পারে না।

*গীতঃ- মোদের সেই পথেই চলতে হবে...

ওম্ শান্তি । সেই পথেই চলতে হবে, কোন্ পথে? পথ কে বলে দেন? বাচ্চারা জানে যে আমরা কার রায় অনুযায়ী চলছি। রায় বলো, রায় বলো অথবা শ্রীমৎ বলো - কথা তো একই। এখন শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। কিন্তু কার শ্রীমৎ? লেখা হয়েছে শ্রীমৎ ভগবৎ গীতা, তাহলে নিশ্চিতভাবেই শ্রীমতের দিকেই আমাদের বুদ্ধিযোগ যাবে। এখন বাচ্চারা তোমরা কার স্মরণে বসে আছো? যদি বলো শ্রীকৃষ্ণের, তবে তো তাকে ওখানে স্মরণ করতে হবে। বাচ্চারা তোমরা শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করো কি করো না? উত্তরাধিকারের রূপে তোমরা স্মরণ করে থাকো। তোমরা এটা জানো যে আমরা প্রিন্স হবো। এই রকম তো নয় যে, জন্মেই লক্ষ্মী-নারায়ণ হবো। অবশ্যই আমরা শিব বাবাকে স্মরণ করি, কারণ শ্রীমৎ হলো ওঁনার, শ্রীকৃষ্ণ ভগবানুবাচ - এ'কথা যারা বলে থাকে, তারা শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করবে, কিন্তু কোথায় স্মরণ করবে? তাকে তো স্মরণ করা হবে বৈকুন্ঠে। তো মন্মনাভব শব্দটি শ্রীকৃষ্ণ বলতে পারে না, মধ্যাজি ভব বলতে পারে। আমাকে স্মরণ করো বললে সে তো তাহলে বৈকুন্ঠে হয়ে গেলো। দুনিয়ায় মানুষ এ' সব কথা জানে না। বাবা বলেন - বাচ্চারা, এসব হলো শাস্ত্র ভক্তি মার্গের। সকল ধর্ম শাস্ত্রের মধ্যে গীতাও এসে যায়। অবশ্যই গীতা হলো ভারতের ধর্ম শাস্ত্র। বাস্তবে তো সকলেরই শাস্ত্র। বলা হয়ে থাকে শ্রীমৎ সর্ব শাস্ত্রের শিরোমণি হলো গীতা। অর্থাৎ সবথেকে উত্তম তবে। সকলের থেকে উত্তম হলো শিব বাবা শ্রী শ্রী, শ্রেষ্ঠত্বের থেকেও শ্রেষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণকে শ্রী শ্রী বলা যায় না। শ্রী শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রী শ্রী রাম বলা যায় না। তাদেরকে কেবল শ্রী বলা হয়। শ্রেষ্ঠ থেকেও শ্রেষ্ঠ যিনি তিনি এসে তারপর শ্রেষ্ঠ বানান শ্রেষ্ঠ থেকেও শ্রেষ্ঠ হল হলেন হল ভগবান। শ্রী শ্রী অর্থাৎ সকলের মধ্যে থেকে শ্রেষ্ঠ। শ্রেষ্ঠ যিনি তাঁর নামই প্রসিদ্ধ। শ্রেষ্ঠ তো অবশ্যই দেবী দেবতাদেরকে বলা হবে যারা এখন নেই। আজকাল শ্রেষ্ঠ কাদেরকে মনে করা হয়? এখনকার লিডার ইত্যাদিদেরকে মানুষ কতো সম্মান করে থাকে। কিন্তু তাদেরকে শ্রী তো বলা যায় না। মহাত্মা প্রমুখদেরকেও শ্রী শ্রী শব্দ দেওয়া যায় না। এখন তোমাদেরকে উচ্চ থেকে উচ্চ পরমাত্মার জ্ঞান প্রাপ্ত হচ্ছে ।সবথেকে উচ্চ হলেন পরম পিতা পরমাত্মা, তারপরে হলো তাঁর রচনা। তারপর রচনার মধ্যেও উচ্চ থেকে উচ্চ হলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকর। এরাও হলেন নম্বরের পদ অনুসারে । উচ্চ থেকে উচ্চ হলেন প্রেসিডেন্ট, তারপরে হলো প্রাইম মিনিস্টার, ইউনিয়ন মিনিস্টার ইত্যাদি ইত্যাদি।

বাবা বসে সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের রহস্য বোঝান। ভগবান হলেন রচয়িতা। এখন রচয়িতা শব্দ বললে মানুষ জিজ্ঞাসা করে সৃষ্টি কিভাবে রচিত হয়েছে? সেইজন্য এটা অবশ্যই বলতে হয় যে ত্রিমূর্তি শিব হলেন রচয়িতা । বাস্তবে রচয়িতার পরিবর্তে রচনা করান বলাটা ঠিক। ব্রহ্মার দ্বারা দৈবী কুলের স্থাপনা করান। ব্রহ্মার দ্বারা কিসের স্থাপনা? দৈবী সম্প্রদায়ের। শিব বাবা বলেন এখন তোমরা হলে ব্রহ্মার ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়। তারা হলো আসুরী সম্প্রদায়, তোমরা হলে ঈশ্বরীয় সম্প্রদায়, তারপর দৈবী সম্প্রদায়ের হবে। বাবা ব্রহ্মার দ্বারা সকল বেদ শাস্ত্রের সারও বোঝান। মানুষ অত্যন্ত দিশেহারা অবস্থায় রয়েছে, কত মাথা মারতে থাকে - বার্থ কন্ট্রোল যাতে হয়। বাবা বলেন আমি এসে ভারতে এই সার্ভিস করাচ্ছি। এখানে সব হলো তমোপ্রধান মানুষ। ১০ টা ১২ টা করে বাচ্চার জন্ম দিতে থাকে। বৃক্ষের বৃদ্ধি তো হতেই হবে। পাতা অবশ্যই বেরোতেই থাকবে। একে কেউই কন্ট্রোল করতে পারবে না। সত্যযুগে কন্ট্রোল রযি- একটিই পুত্র, একটি কন্যা, ব্যস্। এই কথা একমাত্র তোমরাই বুঝতে পারো। যত দিন যাবে বাচ্চারা আসতে থাকবে, বুঝতে থাকবে। গাওয়াও হয়েছে অতীন্দ্রিয় সুখের কথা গোপন গোপিদেরকে জিজ্ঞাসা করো। এখানে যখন তোমরা সম্মুখে বসে শোনো তখন সুখের অনুভূতি হতে থাকে। এরপর জাগতিক কাজকর্মে চলে গেলে তখন এতটা সুখের অনুভব হয় না। এখানে তোমাদেরকে ত্রিকালদর্শী বানানো হয়ে থাকে । ত্রিকালদর্শীকে স্বদর্শন চক্রধারীও বলা হয়। মানুষ বলে অমুক মহাত্মা ত্রিকালদর্শী

ছিলেন। তোমরা বলে থাকো বৈকুন্ঠনাথ রাধা-কৃষ্ণেরও স্বদর্শন চক্রের বা তিন কালের নলেজ ছিল না। কৃষ্ণ তো সকলের প্রিয়, সত্যযুগের প্রথম প্রিন্স সে। কিন্তু মানুষ না বুঝতে পারার কারণে বলে দেয় যে, তোমরা শ্রীকৃষ্ণকে মানো না, তাই তোমরা তো নাস্তিক। তখন বিঘ্ন সৃষ্টি করতে থাকে। অবিনাশী জ্ঞান যজ্ঞে বিঘ্ন পড়তে থাকে। মাতাদের কন্যাদের উপরেও বিঘ্ন আসে। বন্ধনে যারা রয়েছে, তাদেরকে কতো সহ্য করতে হয়। বুঝতে হবে যে, ড্রামা অনুসারে আমাদের পার্ট হলো এই রকম। বিঘ্ন পড়ে গেলে তখন ভাবা উচিত নয় যে, এটা না করলে তবে এই রকম হতো না। এইরকম কথা যদি না বলতাম তাহলে জ্বর আসতো না... আমরা এই ধরনের কথা বলতে পারি না। ড্রামা অনুসারে এটা করেছি কল্প পূর্বেও করেছিলাম। সেই কারণেই কষ্ট হয়েছে। পুরানো শরীরকে তালি লাগিয়েও চালাতে হয়। অন্তিম সময় পর্যন্ত মেরামতি হতে থাকবে। আত্মাও বলে আমিও অনেক পুরানো এখন আর আমার মধ্যে কোনো শক্তি নেই। শক্তিহীন হয়ে যাওয়ার কারণে দুর্বল মানুষ দুঃখ ভোগ করে। দুর্বল মানুষকে মায়া অত্যন্ত দুঃখ দিয়ে থাকে। অবশ্যই মায়াই আমাদের অর্থাৎ ভারতবাসীদের অনেক দুর্বল করে দিয়েছে। আমরা অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলাম, তারপর মায়া আমাদেরকে অত্যন্ত দুর্বল বানিয়ে দেয় এখন পুনরায় আমরা তার উপরে বিজয় প্রাপ্ত করি, তাই মায়া হলো আমাদের শত্রু। ভারতকেই বেশি দুঃখ পেতে হয়। সবথেকে বেশি ঋণ ভারতই নিয়ে থাকে, ভারত একেবারেই পুরানো হয়ে গেছে। যে কিনা অতীব বিত্তবান ছিল তাকে একেবারেই বেগর (ভিখারী) বানিয়ে দিয়েছে। এরপর বেগর টু প্রিন্স। বাবা বলেন এই শরীরের বোধ থেকেও দূরে খালি হয়ে যাও। তোমাদের এখানে কোনো কিছুই নেই, কেবল এক শিব বাবা ছাড়া দ্বিতীয় আর কেউ নেই। তো তোমাদেরকে বেগর হতে হয়। বাবা তার অনেক যুক্তি বলে দিতে থাকেন। জনকের উদাহরণ রয়েছে - গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে পদ্ম ফুলের মতো থাকতে হবে, শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে, সবকিছু স্যার করে দেয়। জনক সব কিছু দিয়ে দিয়েছিল, তখন তাকে সবকিছু ফিরিয়ে দিয়ে বললো, নিজের সাম্রাজ্যে সামলাও আর ট্রাস্টি হয়ে থাকো। হরিশচন্দ্রেরও দৃষ্টান্ত রয়েছে।

বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝান - বাচ্চারা, তোমরা যদি বীজ বপন না করো তবে তোমাদের পদ কম হয়ে যাবে। ফলো ফাদার, তোমাদের সামনে এই দাদা বসে আছেন। শিব বাবা আর শিব শক্তিদেরকেই ট্রাস্টি বানিয়েছেন ।শিব বাবা কি থোড়াই বসে এ'সব সামলাবেন নাকি! থোড়াই তিনি নিজের উপরে নিজে বলী চড়বেন! মাতাদের প্রতিই বলী চড়তে হবে ওনাকে। মাতাদেরকেই সামনে এগিয়ে দিতে হবে। বাবা এসে জ্ঞান অমৃতের কলস মাতাদেরকেই দেন যাতে তারা মানবকে দেবতা বানাতে পারে। লক্ষ্মীকে দেননি। এই সময় ইনি হলেন জগৎ অম্বা, সত্যযুগে তিনি লক্ষ্মী হবেন। জগৎ অম্বার কত সুন্দর সুন্দর গীত বানানো হয়েছে। তাঁর অনেক মান্যতা রয়েছে। তিনি কেন সৌভাগ্য বিধাতা, তিনি ধন কোথা থেকে প্রাপ্ত করেছেন? ব্রহ্মার থেকে? না। ধনও প্রাপ্ত হয় জ্ঞান সাগরের কাছ থেকে। এ তো বড়ই গুপ্ত বিষয় তাই না? ভগবানুবাচ হলো সকলের জন্য। ভগবান তো সকলের, তাই না? সব ধর্মের মানুষকেই তিনি বলেন, মামেকম্ স্মরণ করো। অনেক শিবের পূজারী আছে ঠিকই, কিন্তু তারা কিছুই জানে না। সে'সব হলো ভক্তি। এখন তোমাদেরকে জ্ঞান কে প্রদান করেন? মোস্ট বিলভেট ফাদার। কৃষ্ণকে তো এ' কথা বলা যাবে না। তাকে তো সত্যযুগের প্রিন্স বলা হবে। মানুষ কৃষ্ণের পূজা করে ঠিকই, এই কথা তাদের ভাবনাতেই আসে না যে, কৃষ্ণ সত্যযুগের প্রিন্স কীভাবে হয়েছিলেন? পূর্বে আমরাও জানতাম না। বাচ্চারা তোমরা এখন জানো যে, অবশ্যই আমরাই পুনরায় প্রিন্স প্রিন্সেস হবো, তবেই তো তারপর বড় হয়ে গিয়ে লক্ষ্মী-নারায়ণ হবো। এই নলেজ হলোই ভবিষ্যতের জন্য। এর ফল ২১ জন্মের জন্য প্রাপ্ত হয় । কৃষ্ণের বিষয়ে বলা হবে না যে, তিনি অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রদান করেন। অবিনাশী উত্তরাধিকার শিব বাবার থেকে প্রাপ্ত হয় । শিব বাবা রাজযোগ শেখান। ব্রহ্মার মুখ থেকে হাজার হাজার ব্রাহ্মণ নির্গত হয়, তারাই এই শিক্ষা প্রাপ্ত করে। কেবল তোমরা ব্রাহ্মণরাই হলে এই কল্পের সঙ্গমযুগের, বাকি সমগ্র সৃষ্টি হলো কলিযুগের। তারা সবাই বলবে আমরা সবাই কলিযুগে রয়েছি, তোমরা বলবে আমরা সঙ্গমযুগে রয়েছি। এই সব কথা কোথাওই নেই। এই সকল নতুন নতুন কথা মনের মধ্যে রাখতে হবে। মুখ্য কথাই হলো বাবা আর অবিনাশী উত্তরাধিকারকে স্মরণ করা। পবিত্র যদি না হও তবে কখনই যোগ লাগবে না, ল' অনুমতি দেয় না। সেইজন্য সেই রকম পদও প্রাপ্ত করতে পারে না। একটু যোগ লাগালেও স্বর্গে চলে যাবে। বাবা বলেন, যদি পবিত্র না হও তবে আমার কাছে আসতে পারবে না। ঘরে বসেও স্বর্গে আসতে পারো, ভালো পদ প্রাপ্ত করতে পারো। কিন্তু সেটা তখনই, যখন যোগে থেকে, পবিত্র থাকবে। পবিত্রতা ছাড়া যোগ লাগবে না। মায়া যোগযুক্ত হতে দেবে না। সত্য হৃদয়ে সাহেব সন্তুষ্ট হবেন। যে বিকারের যেতে থাকবে, অথচ বলতে থাকে শিব বাবাকে স্মরণ করি, এ'কথা বলে কেবল নিজের মনকেই খুশী করে। মুখ্য হলো পবিত্রতা। বলতে থাকে বার্থ কন্ট্রোল করো, অধিক সন্তানের জন্ম রোধ করো। এটা তো হলোই তমোপ্রধান দুনিয়া । এখন বাবা বার্থ কন্ট্রোল করাচ্ছেন। তোমরা সকলে হলে কুমার-কুমারী, তাই বিকারের কোনো ব্যাপারই নেই। এখানে তো বিষের কারণে কন্যাদেরকে কতো সহ্য করতে হয়। বাবা বলেন সংযম রাখতে হবে। এখানে এমন কেউ নেই তো যে মদ্যপান করে থাকে? বাবা বাচ্চাদেরকে জিজ্ঞাসা করছেন। মিথ্যা বললে

ধর্মরাজের কড়া শাস্তি ভোগ করতে হবে। ভগবানের কাছে তো সত্যি কথাই বলা উচিত। কেউ কি এতটুকুও কোনো কারণে ওষুধের মতো করেও শূরা পান করে থাকো? কেউই হাত তোলেনি। এখানে অবশ্যই সত্যি কথা বলা উচিত। কোনো প্রকারের ভুল হয়ে গেলে লেখা উচিত - বাবা, আমি এই ভুল করে ফেলেছি, মায়া থাপ্পর মেরে দিয়েছে। বাবাকে তো অনেকেই রেখেও যে, আজকে আমার মধ্যে ক্রোধের ভূত এসে গেছিল, চড় মেরে দিয়েছি। বাবা তোমার মত হলো গায়ে হাত না তোলার। দেখানো হয়েছে কৃষ্ণকে খুঁটি সাথে বেঁধে রেখেছিল। এ'সব হলো মিথ্যা কথা। বাচ্চাদেরকে ভালো ভাবে বুঝিয়ে শিক্ষা প্রদান করা উচিত, গায়ে হাত তোলা উচিত নয়। খাবার বন্ধ করে দেওয়া, মিষ্টি না দেওয়া... এইভাবে সংশোধন করতে হবে। থাপ্পর মারা, ক্রোধের লক্ষণ হয়ে গেলো। তাও মহাত্মার উপরে ক্রোধ করছো। ছোট বাচ্চারা মহাত্মার সমান হয়ে থাকে । সেইজন্য থাপ্পর মারা উচিত নয়। গালিও দেওয়া উচিত নয়। এই রকম কর্ম করা উচিত নয় যাতে মনের মধ্যে চলে আসে যে - আমি তো বিকর্ম করে ফেলেছি। যদি করে থাকো তবে সাথে সাথে বাবাকে লেখা উচিত - বাবা এই ভুল করে ফেলেছি, আমাকে ক্ষমা করো। আগে আর করবো না। নিজের গালে চাটি মেরে থাকে না (তওবা)? সেখানেও ধর্মরাজ শাস্তি দেবে, তাই তওবা করে - আর কখনো করবো না। বাবা অত্যন্ত ভার সাথে বলেন, আদরের সু সন্তানেরা, প্রিয় বাচ্চারা কখনো মিথ্যা বলবে না।

প্রতিটি পদক্ষেপে বাবার কাছ থেকে রায় নিতে হবে। তোমাদের টাকা পয়সা এখন নিয়োজিত হয় ভারতকে স্বর্গ বানানোর জন্য। অতএব কড়ি তুল্য সব টাকা পয়সা হলো হীরের সমান। এমন নয় যে আমরা কোনো সাধু সন্ন্যাসীদেরকে দান করছি। মানুষ হসপিটাল বা কলেজ ইত্যাদি তৈরী করে দেয়, তো তাতে কী প্রাপ্ত হয়? কলেজ খুলে দিলে পরের জন্মে উচ্চ বিদ্যা প্রাপ্ত হয়, ধর্মশালা বানালে মহল প্রাপ্ত হয়। এখানে তো তোমাদের জন্ম জন্মান্তরের জন্য বাবার কাছ থেকে অনন্ত সুখ প্রাপ্ত হয়। অসীম আয়ু প্রাপ্ত হয় । এর থেকে বড় আয়ু আর কোনও ধর্মের মানুষের প্রাপ্ত হয় না। কম জীবনকাল এখানেই হয়। তাই অসীম জগতের বাবাকে এখন চলতে ফিরতে, উঠতে বসতে স্মরণ করলে তবেই খুশীতে থাকবে। কোনো রকমের অসুবিধা হলে জিজ্ঞাসা করো। এছাড়া কোনো গরীব মানুষ বলবে না যে, বাবা আমি তোমার, আমি তোমার কাছেই বসে থাকবো। পৃথিবীতে তো অসংখ্য গরীব মানুষ রয়েছে। সবাই যদি বলে আমাকে মধুবনে রেখে দাও, তাহলে তো লাখ লাখ মানুষ এসে জড়ো হয়ে যাবে। এই রকম কোনও নিয়ম নেই এখানে। তোমাদেরকে গৃহস্থ ব্যবহারে থাকতে হবে, এখানে এমনিই থেকে যাওয়া যায় না।

যা আর্থিক উপার্জন হয় তার থেকে এক দুই পয়সা ঈশ্বরার্থে মানুষ বের করে রাখে। বাবা বলেন - আচ্ছা তুমি গরীব হলে কিছু দিতে না পারলেও নলেজকে তো বোঝো আর মন্মনাভব হয়ে যাও। তোমাদের মাম্মা কী দিতে পেরেছেন! তা সত্ত্বেও জ্ঞানের ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত ক্ষুরধার । তন - মনের দ্বারা সেবা করে চলেছেন। এতে টাকা পয়সার কোনো ব্যাপার নেই। এক টাকাও যদি অন্তত দাও, তবুও বিত্তবানদের মতোই প্রাপ্ত হয়ে যাবে। আগে নিজের গৃহস্থ ব্যবহারকে সামলাতে হবে। বাচ্চারা যাতে দুঃখী না হয়। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । বন্দে মাতরম্, সেলাম মালেকম্ (মালিকদেরকে সেলাম) । জয় জয় হোক তোমার... ওম্ শান্তি।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) এমন কোনো কর্ম করবে না যাতে পরে তার চিন্তধ চলে যে, হায় হায় কী করে ফেললাম (অনুশোচনা)। মিথ্যা কথা বলা উচিত নয়। সত্য বাবার কাছে সৎ থাকতে হবে।

২) ভারতকে স্বর্গ বানাতে নিজের এক এক কড়িকে সফল করতে হবে। ব্রহ্মা বাবার সমান স্যারেন্ডার হয়ে ট্রাস্টি হয়ে থাকতে হবে।

বরদানঃ- প্রত্যেক আত্মার সম্বন্ধ - সম্পর্কে এসেও সকল প্রশ্নের ঊর্ধ্বে থাকা সদা প্রসন্নচিত্ত ভব

প্রত্যেক আত্মার সম্বন্ধ - সম্পর্কে আবার সময় কখনোই যেন নিজের চিত্তে এই প্রশ্নের উৎপত্তি না হয় যে, এ এই রকম কেন করে বা কেন বলে, এই সব কথা ঠিক নয়, এই কথাটা এই রকম হওয়া উচিত। যে এই সকল প্রশ্নের ঊর্ধ্বে থাকে, সে সদাই প্রসন্নচিত্ত থাকে। কিন্তু যে এই সব প্রশ্নের কিউতে চলে যায়, রচনার জাল বিস্তার করে থাকে, তাকে পালনও করতে হয়। সময় আর এনার্জিও তাতে দিতে হয়। সেইজন্য এই ব্যর্থ রচনার বার্থ কন্ট্রোল করো।

স্লোগানঃ- নিজের নয়নের মাঝে বিন্দু রূপ বাবাকে সমাহিত করে নাও তবে আর কেউ সমাহিত হতে পারবে না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;